सत्यमेव जयते

न्याय विभाग
Department of Justice
भारत सरकार
Government of India

সংবিধান দিবস এবং মৌলিক কর্তব্য

২৬ নভেম্বর ২০১৯- ২৬ নভেম্বর ২০২০

“সংবিধান যদি সরকারের অনুসরণযোগ্য কেবলমাত্র কিছু নথিপত্রই হতো তাহলে গণতন্ত্রের ক্ষতি হতো। এজন্যই গণতন্ত্রের উৎসে পৌঁছনো প্রয়োজন।”

নরেন্দ্র মোদী,

প্রধানমন্ত্রী

ভারতের সংবিধান

- ভারতের সংবিধান হল মৌলিক বিধি, যেখানে আমাদের দেশের মৌলিক রাজনৈতিক কাঠামোর কথা উল্লেখ রয়েছে। সংবিধান এক সংসদীয় গণতন্ত্র তথা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সহ এক গণ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে।
- ভারতের সংবিধানে আমাদের পূর্বসূরীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধগুলি জায়গা পেয়েছে। সংবিধানে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব, আস্থা ও ইচ্ছা সম্পর্কে আমাদের পূর্বসূরীদের চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটেছে।
- সংবিধান ভারতের গণ-প্রজাতন্ত্রের মূল স্তম্ভগুলিকে চিহ্নিত করেছে - প্রশাসনিক ব্যবস্থা, আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা এবং বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা। এমনকি সংবিধানের এই মূল তিনটি স্তম্ভের ক্ষমতা এবং দায়িত্বের বিষয়গুলিকেও পৃথক করা হয়েছে।
- ভারতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য
  - সরকারের সংসদীয় ব্যবস্থা
  - যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো
  - ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র
  - নিরপেক্ষ বিচার-বিভাগ
  - মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য
  - রাষ্ট্রীয় নীতির নির্দেশমূলক নীতি-নির্দেশিকা
  - নাগরিকত্ব
  - প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার
- ভারতীয় সংবিধান বিশ্বে দীর্ঘতম এবং বিশদে ব্যাখ্যা সম্বলিত এক নথি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড, রাশিয়া সহ অন্যান্য দেশের সংবিধান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের সংবিধান রচিত হয়েছে।
- এই সংবিধানে ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ, ২২টি অধ্যায় এবং ১২টি তফশিল রয়েছে।

“সংবিধানকে সরল ভাষায় বর্ণনা করতে হলে আমাকে বলতে হয় যে এই সংবিধান ভারতীয়দের মর্যাদা এবং অখন্ডতা- এই দুই মূল মন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।”

নরেন্দ্র মোদী

প্রধানমন্ত্রী।

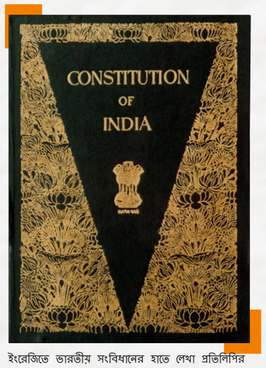

ইংরেজিতে ভারতীয় সংবিধানের হাতে লেখা প্রতিলিপির প্রচ্ছদ

সংবিধানের মূল পাণ্ডুলিপিটি ১৬x২২ ইঞ্চি মাপের হাজার বছর স্থায়িত্বের পার্চমেন্ট কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়। সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি ২৫১ পাতার। এর ওজন ৩.৭৫ কেজি।

গণ পরিষদ ও সংবিধান প্রণয়ন

গণপরিষদ (১৯৪৬ – এর ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার আওতায় গঠিত) ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে ভারতীয় সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করে। এই পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন ড রাজেন্দ্র প্রসাদ।

২৯৯ সদস্যের ১৫ জন মহিলা সহ একটি দল তিন বছরের (১৯৪৬ – ৪৯) কম সময়ে সংবিধানের খসড়া রচনা করে।

গণপরিষদের সদস্যরা ১৯৪৬-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৯-এর নভেম্বরের মধ্যবর্তী সময়ে ১১ বারেরও বেশি বৈঠকে বসেছেন।

একটি খসড়া সংবিধান রচনার জন্য ডঃ বি আর আম্বেদকরের সভাপতিত্বে গণপরিষদ ১৯৪৭ সালের ২৯শে আগস্ট খসড়া প্রণয়ন কমিটি গঠন করে।

ডিসেম্বর, ১৯৪৬-এর গণপরিষদের অধিবেশন

“শ্রদ্ধেয় বাবাসাহেব আম্বেদকরজীর নেতৃত্বে ভারত সংবিধানের একটি সুসংবদ্ধ খসড়া প্রণয়ন করে। সুসংবদ্ধ এই সংবিধানই হ'ল নতুন ভারত গঠনের লক্ষ্যে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণের অগ্রদূত। এই সংবিধান আমাদের জন্য কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ যেমন নিয়ে এসেছে, তেমনই কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের সীমাবদ্ধতাও রেখেছে”

নরেন্দ্র মোদী

প্রধানমন্ত্রী

“সংবিধান কেবল আইনজীবীদের প্রয়োজনীয় কিছু নথিপত্রই নয়, বরং এটি একটি জীবনচক্র এবং এর মর্মবাণী চিরন্তন”

ডঃ বি আর আম্বেদকর

ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রতিকৃতি

ভারতের সংবিধান স্বাক্ষর করছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ। ছবিতে রাজকুমারী অমৃত কৌর, ডঃ জন মাথাই এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে দেখা যাচ্ছে।

ভারতের সংবিধান ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর গৃহীত হয়েছিল। সংবিধান কার্যকর হয় ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি। সেদিনই গণপরিষদ ১৯৫২ সালে নতুন সংসদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় অস্থায়ী সংসদে রূপান্তরের যাবতীয় পন্থা বর্জন করে। খসড়া সংবিধান নিয়ে আলাপ-আলোচনার সময় মোট যে ৭ হাজার ৬৩৫টি সংশোধনী পেশ করা হয়েছিল, তার মধ্যে গণপরিষদ ২ হাজার ৪৭৩টি সংশোধনী আলাপ-আলোচনার পর বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়।

মোট ২৯৯ সদস্যের মধ্যে ২৮৪ জন সদস্য সংবিধানে স্বাক্ষর করেন।

সংবিধান রচনার বিভিন্ন কর্মকান্ড সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য গণপরিষদ ১৩টি কমিটিকে মনোনীত করে। এই কমিটিগুলির মধ্যে ৮টি ছিল মুখ্য কমিটি এবং বাকি কমিটিগুলি ছিল গৌণ।

গণপরিষদের ৮টি মুখ্য কমিটি হ'ল –

- খসড়া রচনা কমিটি
- কেন্দ্রীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটি
- কেন্দ্রীয় সংবিধান কমিটি
- প্রাদেশিক সংবিধান কমিটি
- মৌলিক অধিকার, সংখ্যালঘু, আদিবাসী এবং বাদ পড়া অন্যান্য ক্ষেত্র সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটি
- কর্ম পরিচালন প্রণালী কমিটির নিয়মনীতি
- রাজ্য কমিটি
- স্টিয়ারিং কমিটি

১৯৫০-এর ২৪ জানুয়ারি-তে অনুষ্ঠিত গণপরিষদের চূড়ান্ত অধিবেশনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

গণপরিষদ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গ্রহণ করেছিল ১৯৪৭ সালের ২২শে জুলাই জাতীয় পতাকা গৃহীত হয়েছিল জাতীয় সঙ্গীত গৃহীত হয় ১৯৫০ সালের ২৪শে জানুয়ারী।

আধুনিক ভারতীয় চারুকলার পথপ্রদর্শক শ্রী নন্দলাল বসু সংবিধানের প্রতিটি পাতার নকশা এঁকেছেন এবং শৈল্পিক ছোঁয়ায় অলঙ্কৃত করেছেন।

হস্তলিপি বিশারদ শ্রী প্রেম বিহারী নারায়ণ রায়জাদা সংবিধানের বিভিন্ন টিকাগুলি এককভাবে লিখেছেন। ছয় মাসব্যাপী বিনা পারিশ্রমিকে তিনি এই কাজ সম্পন্ন করেছেন।

১৯৫০ সালে গণপরিষদের সদস্যরা এক গ্রুপ ছবিতে

গণপরিষদ ও তার বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ

ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, প্রাদেশিক বিধানসভা দ্বারা পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গণপরিষদের সদস্যরা মনোনীত হয়েছিলেন। গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ২৯৯। এর মধ্যে প্রাদেশিক প্রতিনিধির সংখ্যা ২২৯ এবং রাজ্য প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৭০।

গণপরিষদের বিশিষ্ট সদস্যদের মধ্যে ছিলেন –

ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ
সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল
জওহরলাল নেহরু
ডঃ বি আর আম্বেদকর
গোবিন্দ বল্লভ পন্থ
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ
সরোজিনী নাইডু
রাজকুমারী অমৃত কৌর
জে বি কৃপালিনী
সি রাজাগোপালাচারী
শর চন্দ্র বসু
আসফ আলি
শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি
হংস মেহতা
গোপীনাথ বরদলো
হরেন্দ্র কুমার মুখার্জি
বিনোদানন্দ ঝা
দুর্গাবাঈ দেশমুখ
ফ্রাঙ্ক অ্যান্থনি
জয়পাল সিং মুন্ডা
হরগোবিন্দ পন্ত
জন মাথাই
বেগম আইজাজ রসুল
কে এম মুন্সি
সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ
আম্মু স্বামীনাথন
এম অনন্তসায়নম আয়াঙ্গার
আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আইয়ার
বি পাট্টাভি সিতারামাইয়া
টি প্রকাশন
এন সঞ্জীব রেড্ডি
এস নিজালিঙ্গাপ্পা
জি ভি মাভালঙ্কার
পদ্মাপত সিঙ্ঘানিয়া
পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন
সুচেতা কৃপালিনী
হসরত মোহানি
রফি আহমেদ কিদওয়াই
অনুগ্রহনারায়ণ সিনহা
জগজীবন রাম
সচ্চিদানন্দ সিনহা
সত্যনারায়ণ সিনহা
শ্রী কৃষ্ণ সিনহা
শেঠ গোবিন্দ দাস
হরি সিং গৌর
পাঞ্জাবরাও এস দেশমুখ
রবি শঙ্কর শুক্লা
হরেকৃষ্ণ মহাতাব
অ্যানি মাসকারেন
জীবরাজ নারায়ণ মেহতা
মতুরি সত্যনারায়ণ
দীপি নারায়ণ সিং
স্যর সৈয়দ মহম্মদ সাদুল্লা
কে কামরাজ
পি সুব্বারায়ণ

মহাশয়, আমি বিনয়ের সঙ্গে পেশ করছি,

“যে এটি এভাবেই সঙ্কল্পিত হচ্ছে যে:

(১) মধ্যরাত্রির ঠিক পরমুহূর্তে সাংবিধানিক সভার সকল সদস্য যাঁরা এখানে উপস্থিত তাঁরা নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করছে :
‘এই পবিত্র মুহূর্তে যখন ভারতের মানুষ, যন্ত্রণা এবং আত্মত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, আমি, ... ভারতের গণপরিষদের একজন সদস্য সর্বান্তকরণে নিজেকে উৎসর্গ করছি ভারত এবং তার মানুষের সেবার জন্য শেষ পর্যন্ত যাতে এই প্রাচীন ভূমি বিশ্বে তার উপযুক্ত স্থান লাভ করে এবং বিশ্ব শান্তি এবং মানবতার কল্যাণে তার পূর্ণ স্বেচ্ছা অবদান রাখে।’

(২) যে সমস্ত সদস্যরা উপস্থিত নেই তাঁরা শপথ নেবেন (রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে কোন মৌখিক পরিবর্তন সহ) যখন তাঁরা পরিষদের পরবর্তী অধিবেশনে যোগ দেবেন।”

গণপরিষদের সদস্য শপথ নিচ্ছেন

নাগরিক এবং মৌলিক দায়িত্ব

আমাদের সংবিধানের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য

"দায়িত্ব ঠিকভাবে নির্বাহ করা অধিকার"

মহাত্মা গান্ধী

দেশের সব নাগরিককে তাঁদের মৌলিক কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে ভারত সরকার সকল ভারতীয় নাগরিকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে (২৬ নভেম্বর, ২০১৯ থেকে ২৬ নভেম্বর, ২০২০) – যোগ দিন #itsmyduty-তে

মূল উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে

- ভারতের সব নাগরিককে এটি বুঝিয়ে বলা যে, তাঁরা সংবিধান এবং এর মধ্যে নিহিত মূল্যবোধ এবং নীতিগুলির প্রকৃত তত্ত্বাবধায়ক
- প্রত্যেক নাগরিককে একে অপরের প্রতি যে দায়িত্ব রয়েছে সে সম্পর্কে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া। কেবল নাগরিক নয়, সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রতি যে তাঁদের দায়িত্ব রয়েছে সেটিও স্মরণ করিয়ে দেওয়া।
- আম-নাগরিককে জাতীয়তাবাদের মননে গর্বিত হতে উদ্বুদ্ধ করা।
- শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করার পাশাপাশি, রাষ্ট্রের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার চেতনা গড়ে তোলা। একইসঙ্গে রাষ্ট্রের গঠনে নাগরিককে যুক্ত হওয়ার চেতনাও জাগিয়ে তোলা।

নাগরিকদের দায়িত্ব বা কর্তব্যগুলি সম্পর্কে সচেতন হন

- ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাটি পড়ুন, অনলাইন শপথে স্বাক্ষর করুন এবং MyGov.in থেকে তৎক্ষণাৎ একটি শংসাপত্র লাভ করুন
- অনলাইন সংবিধান দিবস ক্যুইজ এবং রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করুন MyGov.in মঞ্চে
- www.doj.gov.in ওয়েবসাইট থেকে পোস্টার, ব্রোশিওর এবং অন্যান্য প্রচারমূলক তথ্য ডাউনলোড করুন

"আমি আপনাদের ন্যূনতম একটি সঙ্কল্প নেওয়ার আবেদন জানাই এবং রাষ্ট্রের প্রতি আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে অন্তত একটি সঙ্কল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। দায়িত্বের পথে হাঁটতে গিয়ে ১৩০ কোটি প্রচেষ্টার এবং ১৩০ কোটি সঙ্কল্পের শক্তি দেশের জন্য অনেক কিছু করতে পারে।"

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী
২০১৯-এর স্বচ্ছ ভারত দিবসে

@DoJ_India এবং @MyGov. Join #itsmyduty মঞ্চে আমাদের অনুসরণ করুন

ভারতীয় সংবিধান এবং মৌলিক দায়িত্বগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে জানুন http://legislative.gov.in/constitution-of-india – এই ওয়েবসাইটে

সত্যমেব জয়তে
Department of Justice
Government of India

মৌলিক কর্তব্য – তাৎপর্য ও সংকলন

"আমি মাতৃক্রোড়েই আমার কর্তব্যের বিষয়গুলি জেনেছি। তিনি ছিলেন একজন মুক্তমনা গ্রাম্য মহিলা ... তিনি আমার ধর্ম জানতেন। তাই শৈশব থেকে যদি আমরা আমাদের ধর্ম সম্পর্কে শিখতে পারি, আর সেই মত মেনে চলতে পারি, তাহলে আমাদের অধিকারগুলি আপনাআপনিই সুরক্ষিত হবে। এর সুবিধে হল , যে কোন কর্তব্য পালনের মধ্যে দিয়ে আমাদের অধিকার বজায় থাকবে। অধিকার কখনোই কর্তব্য থেকে আলাদা হতে পারে না। এর থেকেই সত্যাগ্রহের সৃষ্টি, আর এই কারণেই আমি আমার কর্তব্য নির্ধারণে সচেষ্ট থেকেছি।"

এক প্রার্থনা সভায় মৌলিক কর্তব্যের গুরুত্ব সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর বক্তব্য, দিল্লি, ২৮ জুন, ১৯৪৭

আমাদের সংবিধানের ১১টি মৌলিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্তিকরণের মূল ধারণা হল নাগরিকরা তাঁদের অধিকারগুলিকে গুরুত্ব সহকারে যেন উপলব্ধি করতে পারেন।

সম্মান, গর্ব, সহিষ্ণুতা, শান্তি, উন্নয়ন এবং সম্প্রীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধগুলির ওপর মৌলিক কর্তব্য নিহিত রয়েছে।

সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী ১৯৭৬ সালে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সংশোধনীতে মৌলিক কর্তব্যগুলি দেশের নাগরিকদের মূল, নৈতিক এবং বাধ্যতামূলক কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

মৌলিক অধিকার প্রয়োগের সময় দেশের নাগরিকরা যাতে তাঁদের কর্তব্যে অবহেলা না করেন তা নিশ্চিত করতে মৌলিক অধিকারগুলি অন্তর্ভুক্ত করার সময় একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল।

সংবিধানের ৮৬তম সংশোধন আইন, ২০০২ অনুসারে শিশুদের শিক্ষার সুযোগকে একাদশ মৌলিক অধিকার বলে বিবেচনা করা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন, জাপান ও চিনের সংবিধান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে মৌলিক কর্তব্যগুলি স্থির হয়েছে।

আমাদের মৌলিক কর্তব্যগুলি হল সেইসব কর্তব্যের লিখিত রূপ যা ভারতীয় জীবনশৈলীকে তুলে ধরে। এগুলি সমাজের প্রতি শৃঙ্খলা ও দায়বদ্ধতার ভাবনাকে যা উ সাহিত করে।

সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলি প্রতিটি নাগরিককে প্রতিনিয়ত স্মরণ করাবে যে এই অধিকারগুলি সংবিধানে বর্ণিত মূল দায়িত্বের অন্তর্গত। অধিকার এবং কর্তব্য যেহেতু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত তাই, নাগরিকদের গণতান্ত্রিক আচার-আচরণ ও রীতি-নীতি পালন করা আবশ্যক।

"গণতন্ত্র শুধুমাত্র একটি সরকারি প্রক্রিয়া নয়। আমাদের সহ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা প্রদর্শনও খুব জরুরী।"

ডঃ বি আর আম্বেদকর

"প্রতিটি ভারতীয়র এখন ভুলে যাওয়া উচি যে সে রাজপুত না শিখ না জাঠ। তাঁকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তিনি একজন ভারতীয় এবং দেশের নির্দিষ্ট কিছু কর্তব্যের সঙ্গে প্রতিটি অধিকার তাঁর রয়েছে।"

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই কেবলমাত্র নাগরিক ও মৌলিক কর্তব্যগুলি দেশের লক্ষ্যগুলি উপলব্ধি করতে সহায়ক হবে।

১৯৯৯-এর অক্টোবরে বিচারপতি ভার্মার নেতৃত্বে একটি কমিটি 'দেশের নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্যগুলি জানানোর সুপারিশ' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন জমা দেয়।

সংবিধানের নির্দিষ্ট এগারোটি কর্তব্য (পার্ট IV-A, আর্টিকল 51A)

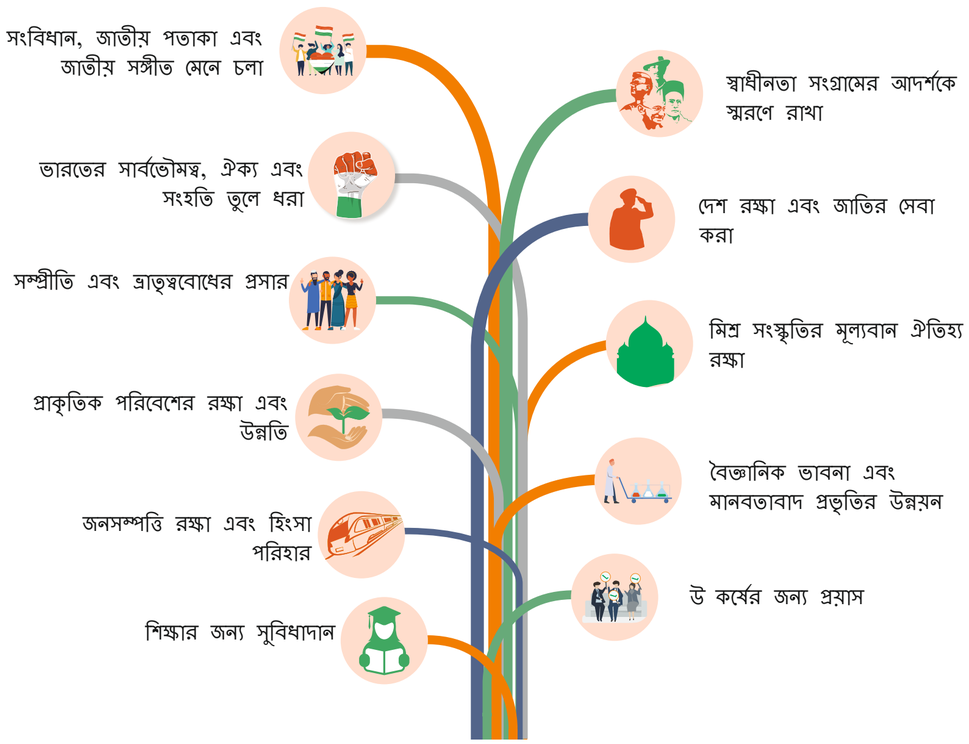

আমাদের সংবিধানে অতিরিক্ত মৌলিক কর্তব্যগুলি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের আর্টিকল 29(1)-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গৃহীত।

"আমরা যখন বিশ্ব নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য পালন করি, তখন-ই আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত হয়। আর এই মৌলিক বক্তব্য থেকে পুরুষ এবং মহিলাদের কর্তব্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সহজ হয় এবং প্রথম যে কর্তব্য পালন করতে হবে তা কোন একটি অধিকারের সঙ্গে সম্পর্কিত। অন্য যে কোন অধিকার সেখানে অনাহুত হয়ে থাকে।"

মহাত্মা গান্ধী

মৌলিক কর্তব্য এবং অধিকার একই মুদ্রার দুটি পিঠ

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন যে "কর্তব্যের উ স হল অধিকার। যদি আমরা আমাদের কর্তব্য পালন করি, অধিকারকে অনেক দূর খুঁজতে হবে না।

গণতন্ত্র সমাজে গভীরে শিকড় বিস্তৃত করতে পারবে না যদি না নাগরিকরা তাঁদের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে তাঁদের মৌলিক কর্তব্যের সংহতি তৈরি করে।

প্রতিটি অধিকারের পাশাপাশি ঠিক তেমনই আছে কর্তব্য। কোন একজন নাগরিক কর্তব্য পালন করা মানেই অন্যদের অধিকার সুনিশ্চিত করা।

যখন আমরা কর্তব্য পালন করি তখনই আমাদের অধিকার জন্মায়।